বন অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

বন অধিদপ্তর

www.bforest.gov.bd

৩.১ পরিচিতি

বন অধিদপ্তর ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আগে বাংলাদেশের বনাঞ্চল বেঙ্গল ও আসাম বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ অধিদপ্তর ইতোপূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৮৯ সালে এ অধিদপ্তরকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। দেশের মোট আয়তনের ১৭.৬২ শতাংশ এলাকায় বনভূমি রয়েছে। সরকারী বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি গ্রামীন এলাকা উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর ভূমি এবং সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে।

৩.২ উদ্দেশ্য

- পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা;
- বন ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠির অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ; উপকূলীয় এবং জলজ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন; কার্বন সিকুয়েসট্রেশন এবং কার্বন ট্রেডিং;
- জলবায়ু স্থিতিস্থাপক বনায়ন, নতুন বন সৃজন, বনজ সম্পদ আহরণ ও সরবরাহ;
- প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইকোপার্ক, সাফারি পার্কসহ সকল সংরক্ষিত এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- বন, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রটোকলের বিধিবিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়ন;
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রশোমন।

৩.৩ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিঃ

বনজ সম্পদের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ :

সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল সমুহের জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়ে থাকে এবং বন্যপ্রাণী বনজ সম্পদ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থপনার জন্য তা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সুনিদিষ্ট উদ্দেশ্য ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

বন ভূমিসহ বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনাঃ

বন অধিদপ্তর তার নিয়ন্ত্রণাধীন বনভূমি ও বিদ্যমান বনজ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন কাজে নিয়োজিত। এছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন ও বিভিন্ন সংস্থার মালিকানাধীন বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা :

দেশের বন্যপ্রাণি সংরক্ষনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার সারা দেশে সর্বমোট ৪১টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে ১৭টি জাতীয় উদ্যান, ২১টি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, ০১টি মেরিন ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে। তাছাড়া শকুন সংরক্ষনের জন্য ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা (ভালচার সেফ জোন) ঘোষণা করা হয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারণ:

বর্তমানে বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়।

দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নঃ

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু ও বৃক্ষহীন বনভুমি/প্রাকৃতিক ভূমিতে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে তা বৃক্ষাচ্ছাদিত করা হয়। ফলে তা পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনঃ

সামাজিক বনায়নের নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীন, দরিদ্র এবং স্থানীয় জনগণকে সামাজিক বনায়নের অংশীদার করা হয়। তারা সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এছাড়া বাগান সৃজনের পর থেকে ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত তারা সেখানে কৃষি ফসলও উৎপাদন করে থাকে। যা তাদের দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখে।

জনগণের মাঝে স্বল্প কিংবা বিনামূল্যে বিক্রয় ও বিতরণের লক্ষ্যে উন্নতজাতের ও মানের চারা উত্তোলনঃ

সামাজিক বন বিভাগ গুলিতে SFNTC ও SFPC এর মাধ্যমে প্রতি বছর উন্নত মানের বিভিন্ন প্রজাতির চারা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এগুলি স্বল্পমূল্যে কিংবা বিনামূল্যে জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বন নির্ভরশীল স্থানীয় জনগণের বিকল্প জীবিকায়ণঃ

সামাজিক বনায়নের আওতায় বাগান সৃজনের পর ৩ বৎসর পর্যন্ত অংশীদারগণ কৃষি ফসল উৎপাদন করে থাকে। ফলে জীবিকার জন্য তাদের বন নির্ভরশীলতা কমে। এছাড়া লভ্যাংশ প্রাপ্তির পর তারা ঐ টাকা বিনিয়োগ করে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

বনজদ্রব্য বিক্রয় এবং বিক্রিত বনজদ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণঃ

Forest Mannual Part-II এর Aricle 31 এর আলোকে বনজদ্রব্য বিক্রয় করার বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালার আলোকে পার্বত্য জেলা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ এবং পাবর্ত্য জেলা বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা এর আলোকে পাবর্ত্য জেলা সমুহে বনজদ্রব্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মহাল ইজারা প্রদান ঃ

বন অধিদপ্তরের কোন বিশেষ এলাকায় যেমন সিলেট বন বিভাগে বাঁশ মহাল, ছন মহাল, জলমহাল সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তালিকাভূক্ত বিভিন্ন মহালদারদের নিকট ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং এতে সরকারে প্রচুর রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

ব্যক্তি মালিকাধীন বনজ সম্পদের পারমিট প্রদান ঃ

বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা এবং পাবর্ত্য জেলা বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা অনুসরণ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন পারমিট ইস্যু করা হয়।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ইকোট্যুরিজম এবং পর্যটনের অনুমতি প্রদান ঃ

বর্তমানে বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বনজ সম্পদ সরবরাহ ঃ

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন (কর্ণফুলী পেপার মিলস লিঃ)-কে শিল্পের কাচামাল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান ঃ

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে বন অধিদপ্তরের আওতাধীন সংরক্ষরিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদান করা হয়ে থাকে।

বন জরিপ ও বন পরিবীক্ষণ (Forest Survey and Monitoring) ঃ

উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে ২০০০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়েছে। বনের মানচিত্র (Forest Mapping) তৈরী করা হয়েছে। CRPARP প্রকল্পের অধীনে সৃজিত সকল বাগান মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে এবং উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে মনিটরিং। জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃজিত বাগান এলাকার পরিমাপ নির্ণয় ও মানচিত্র তৈরিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। খুলনায় একটি GIS ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট তৈরি এবং নিয়মিত ভাবে হালনাগাদ করণ করা হয়েছে। National Forest Inventory এর আওতায় সারাদেশে অবস্থিত ১৮৫৮ টি নমুনা প্লটের মধ্যে ১৭৩২ টি প্লটের ডাটা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাগজের ব্যবহার ছাড়া সংগ্রহ করা হয়েছে।

বন ও বন্যপ্রাণি অপরাধ দমন ঃ

বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে দেশে একটি বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটসহ মাঠ পর্যায়ে মোট চারটি বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ইউনিটগুলো হলো চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেট। ২০১২ সালে এ ইউনিট প্রতিষ্ঠার পর থেকে বন অধিদপ্তর সফলতা পেয়ে আসছে। সারা দেশে ইউনিট গুলো বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে দেশে বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বন্যপ্রাণি অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা মেট্রোপলিটন কর্তৃক ২০১৭-১৮ আর্থিক সনে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার মাধ্যেমে ২৭২৭টি বন্যপ্রাণি উদ্ধার করা হয়, যা পরবর্তীতে প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হয়।

সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ঃ

গত ১৮ এপ্রিল ২০১৮ ইং তারিখে ঢাকাস্থ বন ভবনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ে মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে জাতীয় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কগ্রেস-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর ২০০৩ সাল থেকে রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পুরোটা সময় জুড়ে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক সুশাসনের এই প্রক্রিয়ায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন স্থায়ী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উনয়্নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সরকার, সুশিল সমাজ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বহু-অংশী জন মিলে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব ভাগাভাগি ও অর্জিত সুবিধাদি বণ্টনের প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

বন ও বন্যপ্রাণি সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ

২০১৭-১৮ আর্থিক সনে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ ৩৮২৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ ৭১৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণঃ ২৭৯৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণঃ ২০,০০০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ ১৪৪৩ জন কর্মকর্তায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

২০১৭- ২০১৮ আর্থিক সনে বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ০৭ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ, ২ ব্যাচ (মোট ৬০ জন) । শেখ কামাল ওয়াল্ড লাইফ সেন্টার, গাজীপুরে বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা ও অপরাধ দমন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

উপকূলীয় ও নতুন জেগে উঠা চরে বনায়ন ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চরে বনায়ন শুরু করে। উপকূলীয় চর বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে উঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মাছের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

৩.৪ বন অধিদপ্তরের জনবল

সারণি ৩.১: বন অধিদপ্তরের জনবল

জনবল	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
স্থায়ী জনবল	প্রথম শ্রেণি (১ম-৯ম গ্রেড)	৩৪২	১৫৯	১৮৩
	দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম-১৩তম গ্রেড)	৫৭৩	১৮৬	৩৮৭
	তৃতীয় শ্রেণি (১৪ থেকে ১৭তম গ্রেড)	৫২৯১	৩৬৩৮	১৬৫৩
	চতুর্থ শ্রেণি (১৮তম থেকে ২০তম গ্রেড)	৪১০৬	৩২৩৯	৮৬৭
	মোট স্থায়ী জনবল ঃ	**১০,৩১২**	**৭,২২২**	**৩০৯০**
আউটসোর্সিং জনবল	তৃতীয় শ্রেণি (গ্রেড ১৪-১৭)	৪	৪	০
	চতুর্থ শ্রেণি (১৮তম থেকে ২০তম গ্রেড)	১৫৬	১৩৭	১৯
	মোট আউটসোর্সিং জনবল ঃ	**১৬০**	**১৪১**	**১৯**
সর্বমোট জনবল (আউটসোর্সিংসহ)		**১০,৪৭২**	**৭,৩৬৩**	**৩,১০৯**

৩.৫ বাংলাদেশের বন ঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে বন ও বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ প্রায় ৩১ লক্ষ ৪ হাজার হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২১% । বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৮৪% । বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বনের মধ্যে ১৪ লক্ষ হেক্টর প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং ২ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত। সম্প্রতি এক জরিপে দেশের গ্রামাঞ্চল ও অব্যবহৃত পতিত জমির প্রায় ৭.৭ লক্ষ হেক্টর এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত পাওয়া গেছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ি বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন, শালবন এবং জলাভূমির বন। বনভূমি ছাড়াও দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচুর গাছপালা রয়েছে যা গ্রামীণ বন নামে পরিচিত। বিভিন্ন রকমের বনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

সারণি ৩.২: বিভিন্ন প্রকার বনভূমি

ক্রম	বনভূমির ধরন	বনভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে)
১	পাহাড়ি বন (Hill Forest)	১,৩৭৭
২	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (Natural Mangrove Forest)	৬১০
৩	সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন (Planted Mangrove Forest)	২০০
৪	শালবন (Sal Forest)	১২০
৫	জলাভূমির বন (Swamp Forest)	২৩
৬	গ্রামীণ বন (Village Forest)	৭৭৪
মোট বনাঞ্চল		৩,১০৪

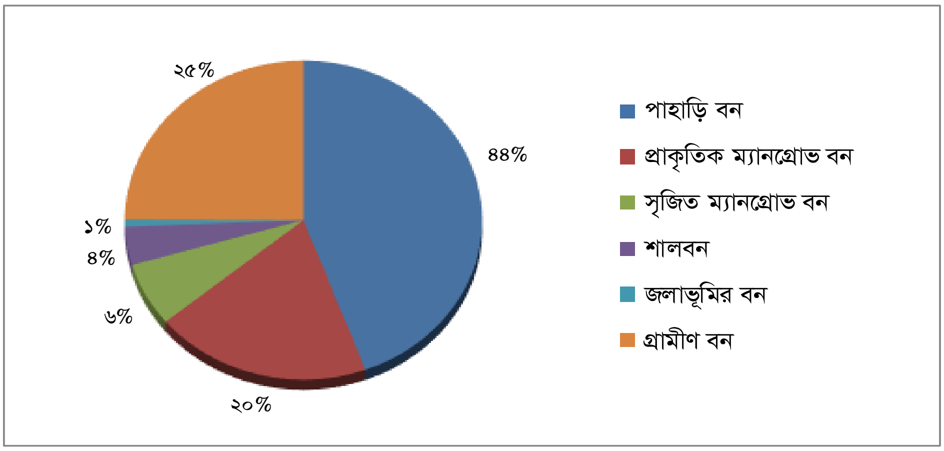

চিত্র ৩.১: বিভিন্ন প্রকার বন এবং বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ

৩.৫.১ প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন ঃ

সুন্দরবন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন। এটি পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে পরিচিত। ৬ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত এ বনের আয়তন মোট বনভূমির প্রায় ২০%। সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, গরান এ বনের প্রধান বৃক্ষ। প্রতিদিন দুইবার জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হওয়ার কারণে এ বনের ইকোসিস্টেম অন্যান্য বনের চেয়ে ব্যতিক্রম।

সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদী হলো পশুর, শিবসা, বলেশ্বর ও রায়মঙ্গল। এছাড়া শত শত খাল এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর। এ বন বনজ ও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। সুন্দরবন খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল এই সুন্দরবন।

চিত্র ৩.২: প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন

চিত্র ৩.৩: প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন

৩.৫.২ পাহাড়ি বন ঃ

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকায় এ বন অবস্থিত। গর্জন, চাপালিশ, ঢাকিজাম, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, সোনালু প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বনাঞ্চলের প্রায় ৪৪% পাহাড়ি বন। প্রতি বছর পাহাড়ি বনের খালি জায়গায় নতুন করে বনায়ন করা হয়।

চিত্রঃ ৩.৪ পাহাড়ী বন, কক্সবাজার

৩.৫.৩ শালবন ঃ

গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় এ বন অবস্থিত। দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায়ও শালবন রয়েছে। আয়তন এক লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর, যা মোট বনভূমির প্রায় ৪%। মূল প্রজাতি শাল, যা গজারী বৃক্ষ নামে পরিচিত। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়।

চিত্র ৩.৫ ঃ শালবন বন, মধুপর, টাংগাইল

চিত্র ৩.৬ ঃ শালবন, ভাওয়াল ন্যাশনাল পাক, গাজীপুর

৩.৫.৪ সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন ঃ

দেশের উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের চর, দ্বীপ ও নতুন জেগে উঠা ভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর ভূমিতে বনায়ন করা হয়েছে, যা মোট বনভূমির প্রায় ৬%। এ ধরনের বনায়নের মূল প্রজাতি হলো ক্রেওড়া, গেওয়া ও বাইন। এ বন জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জানমাল রক্ষায় এ বনের গুরুত্ব অপরিসীম।

চিত্র ৩.৭ ঃ সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন, নোয়াখালী।

৩.৫.৫ গ্রামীণ বন

বনভূমি ছাড়াও দেশের গ্রাম অঞ্চলে প্রচুর গাছপালা রয়েছে যা গ্রামীণ বন নামে পরিচিত। বসতভিটা এবং জমির আইলে গ্রামে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ দেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। যা মোট বন এবং বৃক্ষাচ্ছাদনের প্রায় ২৫% ভাগ।

চিত্র ৩.৮ ঃ গ্রামীন বন, কক্সবাজার

৩.৫.৬ জলাভূমির বন ঃ

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় ২৭ হাজার হেক্টর এলাকার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত, যা মোট বনভূমির প্রায় ১%। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের বৃক্ষরাজি পানিতে আংশিক ডুবে থাকে। হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ এ বনের প্রধান বৃক্ষ। এ সকল বৃক্ষ মাছের আবাসস্থলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতারগুল ও টাঙ্গুয়ার হাওড় এলাকা এ জলাভূমির আওতাভুক্ত।

চিত্র ৩.৯ ঃ জলাভূমির বন, টাঙ্গুয়ার হাওড়, সুনামগঞ্জ

চিত্র ৩.১০ ঃ জলাভূমির বন (রাতারগুল), সিলেট

৩.৬ সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area) ঃ

৩.৬.১ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঃ

বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশবিস্তারের লক্ষ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সংখ্যা ২০টি। সর্বমোট আয়তন ২,০৯,৭৮১.৭৮ হেক্টর।

সারণি ৩.৩: বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তালিকা

ক্রম	বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	অবস্থান	গেজেটভুক্তির তারিখ	আয়তন (হেক্টর)
১	রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	০৭/০৭/১৯৯৬	১,৭৯৫.৫৪
২	চর কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	ভোলা	১৯/১২/১৯৮১	৪০.০০
৩	সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	২৯/০৬/২০১৭	৩১,২২৬.৯৪

ক্রম	বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	অবস্থান	গেজেটভূক্তির তারিখ	আয়তন (হেক্টর)
৪	সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	সাতক্ষীরা	২৯/০৬/২০১৭	৭১,৫০২.১০
৫	সুন্দরবন দক্ষিণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	২৯/০৬/২০১৭	৩৬,৯৭০.৪৫
৬	পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পার্বত্য চট্টগ্রাম	২০/০৯/১৯৮৩	৪২,০৬৯.৩৭
৭	চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	১৮/০৩/১৯৮৬	৭,৭৬৩.৯৭
৮	ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১১/০৪/২০০৭	১,৩০২.৪২
৯	দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	০৬/০৪/২০১০	৪,৭১৬.৫৭
১০	হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	০৬/০৪/২০১০	১,১৭৭.৫৩
১১	সাঙ্গু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বান্দরবান	০৬/০৪/২০১০	২,৩৩১.৯৮
১২	টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	০৯/১২/২০০৯	১,১৬১.৫৭
১৩	টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বরগুনা	২৪/১০/২০১০	৪,০৪৮.৫৮
১৪	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	২৯/০১/২০১২	১৭০.০০
১৫	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	২৯/০১/২০১২	৫৬০.০০
১৬	ডাইংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	২৯/০১/২০১২	৩৪০.০০
১৭	সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পটুয়াখালী	২৪/১২/২০১১	২,০২৬.৪৮
১৮	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী (Dolphin) অভয়ারণ্য	পাবনা	০১/১২/২০১৩	১৪৬.০০
১৯	শিলন্দা-নাগডারমা বন্যপ্রাণী (Dolphin) অভয়ারণ্য	পাবনা	০১/১২/২০১৩	২৪.১৭
২০	নগরবাড়ী-মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী (Dolphin) অভয়ারণ্য	পাবনা	০১/১২/২০১৩	৪০৮.১১
	মোট			২,০৯,৭৮১.৭৮

চিত্র ৩.১১ঃ রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণি অভায়ারণ্য

চিত্র ৩.১২ঃ সুন্দরবন (পূর্ব) বন্যপ্রাণি অভায়ারণ্য

৩.৬.২ সাফারি পার্ক ঃ

বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় এবং মহাবিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারি পার্কের ভেতরে (ex-situ) এবং বাহিরে মূল আবাসস্থলে (in-situ) সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত বিপন্ন বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা সেবাদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজম উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত দুইটি সাফারি পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। পার্ক দুটির মোট আয়তন ২,২৯০ হেক্টর। এ দুটি সাফারি পার্কে দেশি-বিদেশি বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস ও বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্ক দুটি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সারণি ৩.৪: সাফারি পার্কের তালিকা

ক্রম	সাফারি পার্ক	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক	ডুলাহাজারা, কক্সবাজার	৯০০
২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক	গাজীপুর	১৩৯০
	মোট		২২৯০

চিত্র ৩.১৩ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুরে বিচরণরত বন্যপ্রাণী।

৩.৬.৩ জাতীয় উদ্যান ঃ

জনসাধারণের শিক্ষা, গবেষণা, বিনোদন এবং উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য সংরক্ষণ করা জাতীয় উদ্যান ঘোষণার উদ্দেশ্য। মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর এলাকাকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা ১৭টি। সর্বমোট আয়তন ৪৫,৭৪৬.৫৩ হেক্টর।

সারণি ৩.৫: জাতীয় উদ্যানের তালিকা

ক্রম	জাতীয় উদ্যান	অবস্থান	গেজেটভূক্তির তারিখ	আয়তন (হেক্টর)
১	ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	গাজীপুর	১১/০৫/১৯৮২	৫,০২২.২৯
২	মধুপুর জাতীয় উদ্যান	টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ	২৪/০২/১৯৮২	৮,৪৩৬.১৩
৩	রামসাগর জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৩০/০৪/২০০১	২৭.৭৫
৪	হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	১৫/০২/১৯৮০	১,৭২৯.০০
৫	লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	০৭/০৭/১৯৯৬	১,২৫০.০০
৬	কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	০৯/০৯/১৯৯৯	৫,৪৬৪.৭৮
৭	নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান	নোয়াখালী	০৮/০৪/২০০১	১৬,৩৫২.২৩
৮	মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	০৪/০৪/২০০৪	৩৯৫.৯২
৯	সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	১০/১০/২০০৫	২৪২.৯১
১০	খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	সিলেট	১৩/০৪/২০০৬	৬৭৮.৮০
১১	বাড়েয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	চট্টগ্রাম	০৬/০৪/২০১০	২,৯৩৩.৬১
১২	কাদিগড় জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ	২৪/১০/২০১০	৩৪৪.১৩
১৩	সিংড়া জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	২৪/১০/২০১০	৩০৫.৬৯
১৪	নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	২৪/১০/২০১০	৫১৭.৬১
১৫	কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	পটুয়াখালী	২৪/১০/২০১০	১,৬১৩.০০
১৬	আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান	নওগাঁ	১৪/১২/২০১১	২৬৪.১২
১৭	বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	১৪/১২/২০১১	১৬৮.৫৬
	মোট			৪৫,৭৪৬.৫৩

চিত্র ৩.১৪ ঃ ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর

৩.৬.৪ জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানটি ১৯৬২ (বাংলা ১৩৭৫) সলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে শাহ আলী থানাধীন মিরপুর ০১ নং সেকশনে অবস্থিত। উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্তে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এবং পশ্চিম প্রান্তে ঢাকা চিড়িয়াখানা অবস্থিত। জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানটি মূলত: Associated British Consultant (ABC) এর সহায়তায়একটি মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এটির মোট আয়তন ২০৮.০ একর (৮৪.২ হেক্টর) । এছাড়াও ঢাকা শহরের ওয়ারী আবাসিক এলাকায় বলধা গার্ডেন নামে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের আরও একটি ছোট স্যাটেলাইট গার্ডেন রয়েছে। দেশী বিদেশী দুস্প্রাপ্য, দূর্লভ, বিরল বিপন্নপ্রায়, পরিবেশ বান্ধব ও দৃষ্টিনন্দন, শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ করা এবং জীনপুল তৈরীর মাধ্যমে সেগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা এবং শিক্ষা, গবেষণা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের বিষয়কে প্রাধান্য করে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে প্রায় ৬৮,৪৪১ প্রজাতির গাছ রয়েছে। জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানটি একটি জীবন্ত উদ্ভিদশালা। এখানে ৫৭টি সেকশনকে বিভিন্ন উদ্ভিদরাজীর আলোকে ভাগ করা হয়েছে। এখানে আছে দেশী-বিদেশী প্রায় ১০১০ প্রজাতির উদ্ভিদ ও ৬৮,৪৪১ রকমের গাছপালা। বাংলাদেশে উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হিসেবে এটি বিবেচিত।

চিত্র ৩.১৫: জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর

চিত্রঃ ৩.১৬ জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর

৩.৬.৫ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া ঃ

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর আওতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ডের ১,৭৩৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন (ইরাবতী, গোলাপি, বোতলনাক, চিত্রা ও ঘুনি), পাখনাহীন শুশুক, তিমি, ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি, চন্দ্রঘাতক তিমি, হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, থুট্টি হাঙ্গর, ফৌরি হাঙ্গর ও করাতি হাঙ্গরের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

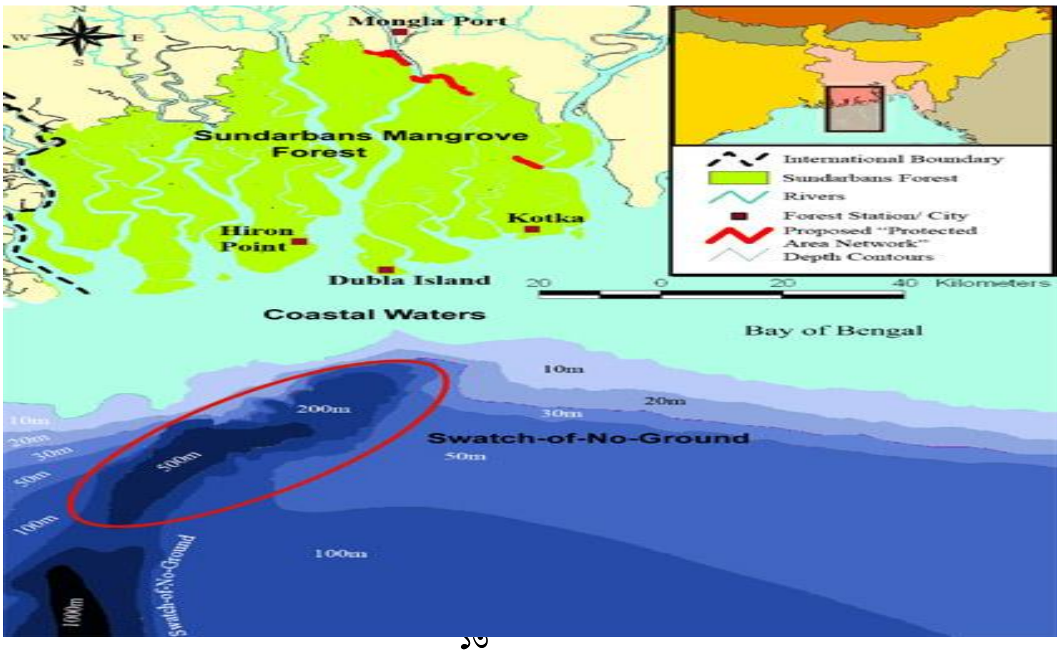

চিত্র ৩.১৭ঃ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়ার ম্যাপ

চিত্র ৩.১৮ ঃ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া (ছবি ঃ এলিজাবেথ মনসুর)

৩.৬.৬ ইকোপার্ক ঃ

পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও নয়নাভিরাম দৃশ্য সম্বলিত এলাকাতে সাধারণত ইকোপার্ক স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের মোট ইকোপার্কের সংখ্যা ১০টি। সর্বমোট আয়তন ৮,৬৬৮.৯৭ হেক্টর।

সারণি ৩.৬: ইকোপার্কের তালিকা

ক্রম	ইকোপার্ক	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	৮০৮.০০
২	মধুটিলা ইকোপার্ক	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	১০০.০০
৩	মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক	বড়লেখা, মৌলভীবাজার	২৬৬.০০
৪	বাঁশখালী ইকোপার্ক	বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	১,২০০.০০
৫	কুয়াকাটা ইকোপার্ক	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	৫,৬৬১.০০
৬	টিলাগড় ইকোপার্ক	সিলেট	৪৫.৩৪
৭	বড়শীজোড়া ইকোপার্ক	মৌলভীবাজার	৩২৬.০৭
৮	যমুনা সেতু পশ্চিম পাড় ইকোপার্ক	বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড় বাঁধ, পাবনা	৫০.০২
৯	পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক	পিরোজপুর	২.৫৪
১০	শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্ক	রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	২১০.০০
	মোট		৮,৬৬৮.৯৭

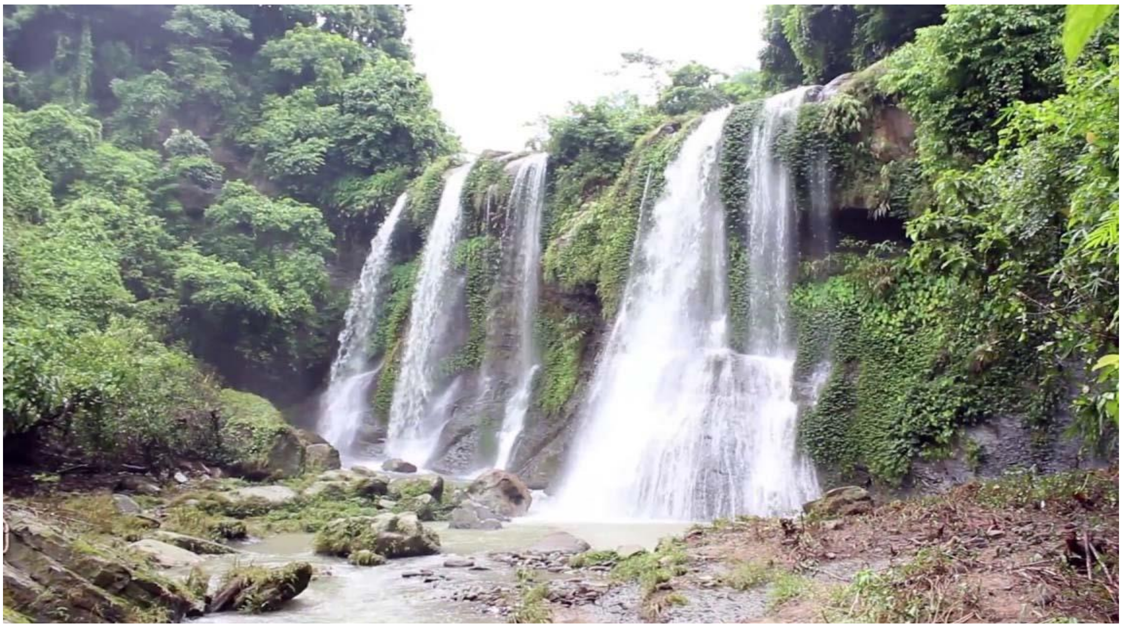

চিত্র: ৩.১৯: সীতাকুন্ডু ইকোপার্ক, চট্টগ্রাম

৩.৬.৭ শকুনের নিরাপদ এলাকা ঃ

মহাবিপন্ন বাংলা শকুনের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর আওতায় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুটি এলাকাকে শকুনের নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুটি এলাকার মোট আয়তন ৪৭,৩৮০.৪৪ বর্গ কিলোমিটার।

সারণি ৩.৭: শকুনের নিরাপদ এলাকার তালিকা

ক্রম	নাম	অবস্থান	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)
১	শকুনের নিরাপদ এলাকা-১	সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নরসিংদী, কুমিল্লা ও খাগড়াছড়ি	১৯,৬৬৩.১৮
২	শকুনের নিরাপদ এলাকা-২	ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, মাদারিপুর, যশোর, গোপালগঞ্জ (টুঙ্গীপাড়া ব্যতীত), নড়াইল, শরিয়তপুর, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, (ভাণ্ডারিয়া ব্যতীত), ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরগুনা	২৭,৭১৭.২৬
মোট			**৪৭,৩৮০.৪৪**

চিত্র: ৩.২০ ঘোষিত শকুন নিরাপদ এলাকার মানচিত্র

চিত্র: ৩.২১ রেমা কালেঙ্গা শকুনের নিরাপদ এলাকা

৩.৭ পরিবেশ পর্যটন ঃ

অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্রবেষ্টিত বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, মহেশখালী সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, কুয়াকাটা ও সোনারচর। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে সামুদ্রিক বিচিত্র রকমের কাছিমসহ কোরাল, কাঁকড়া এবং আরো বিচিত্র প্রজাতির সামুদ্রিক জীবজন্তু। কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ বিদ্যমান। এছাড়া সোনারচরের ঝাউবনসমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাড়া ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক পর্যটন এলাকাসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

৩.৭.১ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ঃ

বিশ্ব-ঐতিহ্য সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, লোনা পানির কুমির, নানা প্রজাতির পাখি ও ডলফিনসহ বিচিত্র রকমের জীববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ কটকা, হিরণ পয়েন্ট, দুবলারচর, কচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট।

চিত্র ৩.২২ হিরণপয়েন্ট ও কচিখালী, সুন্দরবন

৩.৭.২ সিলেট এলাকা ঃ

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক, বড়শীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, হাকালুকী ও টাঙ্গুয়ার হাওড়।

চিত্র ৩.২৩ রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণি অভয়ারন্য, হবিগঞ্জ

চিত্র ৩.২৪ টাঙ্গুয়ার হাওড়, সিলেট

৩.৭.৩ কেন্দ্রীয় এলাকা ঃ

ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক, গাজীপুর; বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, গাজীপুর; ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঢাকা; বলধা গার্ডেন, ঢাকা; মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক, টাঙ্গাইল; মধুটিলা ইকোপার্ক, শেরপুর ও রাজেশপুর ইকোপার্ক, কুমিল্লা।

চিত্র ৩.২৫ ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক

চিত্র ৩.২৬ জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, ঢাকা

৩.৭.৪ চট্টগ্রাম এলাকা ঃ

সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, কক্সবাজার, বাড়েয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্ক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ।

চিত্র ৩.২৭ মহামায়া ইকোপার্ক, চট্টগ্রাম

চিত্রঃ ৩.২৮ শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপাক, চট্টগ্রার্ম

৩.৭.৫ পার্বত্য এলাকা ঃ

কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রামপাহাড়, সীতাপাহাড়, শুভলং ঝরনা, মাথিনের কূপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র ও শৈলপ্রপাত।

চিত্র ৩.২৯ কাপ্তাই কর্ণফুলী এলাকার পাহাড় ও বন

৩.৭.৬ দক্ষিণাঞ্চল ঃ

কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক।

চিত্র: ৩. ৩০: নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান

চিত্র: ৩. ৩১: কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান

৩.৭.৭ উত্তরাঞ্চল ঃ

রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক, আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান।

চিত্র ৩.৩২ রামসাগর জাতীয় উদ্যান।

চিত্র: ৩.৩৩ নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান

৩.৮ রাজস্ব আদায় ঃ

বন অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৯টি খাতে মোট ১০০ কোটি ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।

সারণি ৩.৮: বন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ সালের রাজস্ব আদায় বিবরণী

ক্রম	খাত	রাজস্ব আদায় (হাজার টাকায়)
১	ভূ-সম্পত্তি ইজারা	৩২
২	জলমহাল ও পুকুর ইজারা	১৩৬৩
৩	লাইসেন্স ফি	২৫৬১
৪	জরিমানা ও দণ্ড	১০১৯০
৫	বাজেয়াপ্তকরণ	২৪৪
৬	সরকারি যানবাহনের ব্যবহার	২৯০
৭	মৎস্য শিকার ফি	২৮৩২১
৮	অন্যান্য সেবা ও ফি	৪৬২৬১
৯	ভাড়া (অনাবাসিক)	১৮২১
১০	ভাড়া (আবাসিক)	১৮৫৮
১১	অন্যান্য ভাড়া	১৭৩৩
১২	কাঠ ও বনজ দ্রব্যাদি	৬৫৬৫৬৪
১৩	বাজেয়াপ্তকৃত দ্রব্যাদি	১০৩৫৭১
১৪	উদ্ভিদ, চারা ও বীজ	৯৬৫৪
১৫	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিলপত্র	১৫৩৩০
১৬	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি ক্র্যাপ ইত্যাদি	৩৭২
১৭	বিবিধ অবাণিজ্যিক বিক্রয়	৩৭২৪৮
১৮	অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	১৮৩৩
১৯	বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৮৭১৯২
মোট		১০০০৪৩৭

৩.৯ **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ**

১। ফরেস্ট একাডেমী, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
২। ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৩। ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, বিমান বন্দর সড়ক, সিলেট।
৪। ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সপুরা, রাজশাহী
৫। বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
৬। শেখ কামাল ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার, গাজীপুর।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্পাদিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

৩.৯.১ **অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণঃ** বন অধিদপ্তর পরিচালিত ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হলোঃ

সারণী ৩.৯ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	কোর্সের মেয়াদ ও কোর্স	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	ফরেস্ট একাডেমী, চট্টগ্রাম।	০৫ দিনব্যাপী ফরেস্ট্রি রিফ্রেশার্স কোর্স	৯০ জন
২।	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।	৪ বছর মেয়াদী ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা কোর্স	৩৬ জন
৩।	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট।	২ বছর মেয়াদী ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা কোর্স	৫৮ জন
৪।	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, রাজশাহী	২ বছর মেয়াদী ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা কোর্স	৫৭ জন
৫।	বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই,।	স্বল্পকালীন কোর্স (২ দিন মেয়াদী)	১২০ জন
৬	শেখ কামাল ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার, গাজীপুর	মাঠ পর্যয়ে কর্মকর্তাগণকে : ১. বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে, ০৭ দিন	৯০ জন
		২. বন্যপ্রাণি অপরাধ দমন বিষয়ে ০৭ দিন	৯০ জন
		৩. বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বিয়য়ে, ০৩ দিন	৮০ জন
৭।	বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স	৬৫৩ জন
	মোট		১২০৪ জন

চিত্র ৩.৩৪ ঃ শেখ কামাল ওয়াল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর

৩.৯.২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে (১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) সময়ে মোট ৮৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, এক্সপোজার ভিজিট, স্টাডি ভিজিট)।

৩.১০ বন ও বনজ দ্রব্য (Forest and Forest Products)

সারণি ৩.১০: ২০১৭-১৮ সালের প্রধান প্রধান বনজদ্রব্য আহরণের বিবরণী

ক্রমিক নং	বনজদ্রব্যের বিবরণ	সর্বমোট
১	কাঠ	২৯,৯৮,৪৬৪ ঘনফুট
২	জ্বালানি	১৫,৬৩,২৫৪ ঘনফুট
৩	বল্লী	৪,৫৪,৭৩০ টি
৪	বাঁশ	৫,০৪,৫২,২১১ টি
৫	মাছ	৭৮,৩৪,২৮৭ কেজি
৬	মধু	৭৯,৮৩১ কেজি
৭	গোলপাতা	২,২৭,২২২ কেজি
৮	বেত	২৭,৫১,০০০ ফুট
৯	গেওয়া	১,০১৬ ঘনফুট
১০	কয়লা	৪২০ কেজি

৩.১১ সামাজিক বনায়নঃ

বন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

* সামাজিক বনায়নকৃত এলাকার সৃজিত বাগানের পরিমান ১০১৭৮.৬৩ হেক্টও ও ২৬২৬.১৮ কিলোমিটার
* সুবিধাভোগীর সংখ্যা পুরুষ ১৮৬৬৮, মাহিলা ৩৯৩৫ জনসহ সর্বমোট ২৫৬০৩ জন।
* বিবরণকৃত লভাংশের পরিমান ৩৭,৭৪,৩৮,৯৫৮.৩৮ টাকা।
* ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬,৮২৪ হেক্টর ব্লক বাগান, ২,৪৩৭ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। অন্যান্য চারাসহ বিক্রয় ও বিতরনের মাধ্যমে ৫১.১২ লক্ষ চারা রোপণ করা হয়েছে।

চিত্র ৩.৩৫ঃ সামাজিক বনায়ন ঘিওর, মানিকগঞ্জ

চিত্র ৩.৩৬ঃ সামাজিক বনায়ন, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ

৩.১২ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

সারণি ৩.১১ বন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

বিনিয়োগ প্রকল্প :

ক্রম	প্রকল্প ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৭/১৮অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (৩য় সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	৩২৫৫৮.৭৬৬	৯৩১	৯৮.১২%
২	লালমাই পাহাড় এলাকায় উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন (জুলাই ২০১৫ হইতে জুন ২০১৮)	১৪৭৮.৮৯৬	২১৪	৮৮.৭২%
৩	বন বিভাগের সকল প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহের সুবিধাদির উন্নয়ন (জুলাই ২০১৫ হইতে জুন ২০১৮)	২১৪৯.৪৮৫	৫৩৬	৮৮.৭২%
৪	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইকো-রিস্টোরেশন (জুলাই ২০১৫ হইতে জুন ২০১৯)	২২৫০.০০০	৬২৬	৭৬.১১%
৫	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হইতে জুন ২০১৮)	১৬৩৪.৬০১	৪৫৭	৭৩.০২%
৬	জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান এবং বলধা বাগান, ঢাকা এর সংরক্ষণ ও অধিকতর উন্নয়ন (জুলাই ২০১৬ হইতে জুন ২০১৯)	৯৮০.৮৯১	৪৭৯	৪৭.২৮%
৭	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৬ হইতে জুন ২০১৮)	৭০৩২.২২০	৭০০০	৫১.৪৪%
৮	বৃহত্তর রংপুর জেলার সামাজিক বনায়নের টেকসই উন্নয়ন (জুলাই ২০১৭ হইতে জুন ২০২০)	১৮৫৩.৮৩৮	৫৪১	২৮.৭৫%
৯	বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন (জুলাই ২০১৭ হইতে জুন ২০২০)	২১৮৫.১০৩	৩৪৯	২১.৬৮%
১০	শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (জুলাই ২০১৭ হইতে জুন ২০২০)	১২৫৫১.২৩৯	১৫০	০.১৫%
১১	বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন (জুলাই ২০১৭ হইতে জুন ২০২০)	১০৮২১.০০০	৮১৫	৬.৬৩%
	মোট ঃ	**১১১৩৬২.০০**	**১৭৪০৭.০০**	

সারণি ৩.১২: বন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রম	প্রকল্প ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৭/১৮অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (৩য় সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)	৩২৫৫৮.৭৬৬	৯৩১	৯৮.১২%
২	লালমাই পাহাড় এলাকায় উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন (জুলাই ২০১৫ হইতে জুন ২০১৮)	১৪৭৮.৮৯৬	২১৪	১০০%
৩	বন বিভাগের সকল প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহের সুবিধাদির উন্নয়ন (জুলাই ২০১৫ হইতে জুন ২০১৮)	২১৪৯.৪৮৫	৫৩৬	১০০%
৪	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হইতে জুন ২০১৮)	১৬৩৪.৬০১	৪৫৭	১০০%

৩.১৩ উল্লেখযোগ্য অর্জন

বন অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমান সরকারের মেয়াদে (২০০৯ থেকে ২০১৭-১৮) উল্লেখযোগ্য অর্জনের তথ্য

ক্রমিক	অর্জনের বিষয়	অর্জন (২০০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত)
১।	উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহ	২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সর্বমোট ৩০টি প্রকল্প এবং ১৬টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয় যার মধ্যে এডিপি বরাদ্দ ছিল ১,৮৪,০৯৭.০০ লক্ষ টাকা এবং কর্মসূচীর বরাদ্দ ৭৫৯৩.৯১২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,৬৫৩৬৯.৪৪৭ লক্ষ টাকা এবং কর্মসূচীর ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৬৯৮৯.৪৪ লক্ষ টাকা। মোট অগ্রগতির শতকরা হার ৮৯.৮৩% (প্রকল্পসমূহ) এবং ৯২.০৪% (কর্মসূচীসমূহ)।
২।	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্প সমূহ	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সর্বমোট ২৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার বরাদ্দ ছিল ১৮৭০৯.৩৪৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমান ১৩৮৫৯.৯৩৭ লক্ষ টাকা। মোট অগ্রগতির শতকরা হার ৭৪.০৮%।
৩।	বনায়ন	২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৭-১৮ আর্থিক সালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচী, জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় সর্বমোট ১,১১,৮৭৩.২৫ হেক্টর ব্লক বাগান, ২১,৭১৯.৬৮৮ কি.মি. স্ট্রীপ বাগান এবং বিক্রয় বিতরণসহ অন্যান্য ৮৬৬.৫০৫ লক্ষটি চারা রোপণ করা হয়েছে।
৪।	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন	সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মাঝে ১৫৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬ শত ১৪ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে এবং রাজস্ব খাতে ২৬০ কোটি ০৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ১ শত ১৪ টাকা জমা করা হয়েছে।
৫।	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত কার্যক্রম	১টি সাফারী পার্ক, ১টি এ্যাভয়ারি পার্ক, ১টি ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, ৩টি ওয়াইল্ডলাইফ রেসকিউ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, ৩টি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, বন্যপ্রানী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট এবং বন্যপ্রাণী ফরেনসিক ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাঘ, হাতি ও লোনা পানির কুমির জরিপ করা হয়েছে। এছাড়াও শকুন সংরক্ষণের সিলেট ও খুলনায় ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। অনলাইন বন্যপ্রাণী অপরাধ ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী অপরাধ বিষয়ে মোট ১০৬২ টি অভিযান পরিচালনা করে

ক্রমিক	অর্জনের বিষয়	অর্জন (২০০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত)
		২৫,৬০২টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করা হয়েছে এবং মোট ২২২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মোট আসামীর সংখ্যা ১১৭ জন।
৬।	সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা	২,০৬,৭০২.৯৭ একর বন আইনের ২০ ধারায় সংরক্ষিত বন ঘোষিত হয়েছে।
৭।	রক্ষিত এলাকা ঘোষণা	১টি মেরিন প্রটেকটেড এরিয়া (১,৭৩,৮০০ হেক্টর), ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা (২২১.৫৯ হেক্টর) সহ অন্যান্য ২৪টি রক্ষিত এলাকা (৩,৫২,৯৬৩.২১ হেক্টর) সর্বমোট ৫,২৬,৯৮৪.৮০ হেক্টর এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
৮।	উপকূলীয় চরভূমি শস্য উৎপাদনে ব্যবহার।	উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সমুদ্র উপকূল হতে উদ্ধারকৃত ১,১২,০৬৩ একর ভূমি শস্য উৎপাদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
৯।	সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	২৩ টি রক্ষিত এলাকায় কার্যকর।
১০।	বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন	৩টি করে পুরস্কার প্রতি বছর প্রদান করা হচ্ছে।
১১।	আঞ্চলিক সহযোগীতা	ভারতের সাথে ১টি চুক্তি এবং ১টি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও ১টি দ্বিপাক্ষিক ডায়লগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।
১২।	বাঘ সংরক্ষণ	Tiger Action plan-2009-17 প্রণয়ন করে বাস্তবায়ণ করা হয়েছে। Tiger Action plan-2017-2027 প্রণয়ন করা হয়েছে। Elephant Action Plan প্রনয়ণ করা হয়েছে। ক্যামেরা ট্রাপিং এর মাধ্যমে সুন্দরবনের বাঘ গননা করা হয়েছে। সুন্দরবন ও অন্যান্য বনাঞ্চলে SMART(Spatial Monitoring and Reporting Tool) Patrolling প্রবর্তনের মাধ্যমে বন অপরাধ হ্রাস করা হয়েছে।
১৩।	বন্যপ্রাণী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান	বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত/পঙ্গু/ঘরবাড়ি ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ৭৩৫ জন ব্যক্তিকে প্রায় ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
১৪।	আইন/বিধি/নীতিমালা/ Management Plan/ Action Plan প্রণয়ন	১. ১টি আইন, ৩টি বিধিমালা ও ৫টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে এবং ২টি আইন, ১টি বিধিমালা খসড়া প্রণয়ন করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২. ১৪টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, ২টি এ্যাকশন প্ল্যান, ২টি ম্যানেজমেন্ট স্ট্রেটেজি ও বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ২০টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, ৩টি এ্যাকশন প্ল্যান, ১টি প্রটেকটেড এরিয়া ম্যানেজমেন্ট রুলস্ এবং ১টি রামসার সাইট ডেজিগনেশন এর খসড়া প্রণয়ন করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	অর্জনের বিষয়	অর্জন (২০০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত)
		৪. ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২১টি বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বন অধিদপ্তর হতে ১৫টি বিধিমালা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২১টি বিধিমালাকে ৯টি বিধিমালায় পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান আছে। হরিণ ও হাতি লালন পালন বিধিমালা ২০১৭ অনুমোদিত হয়েছে। ৫. জাতীয় বননীতি ২০১৬ খসড়া প্রণয়ন করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৬. ৫টি রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৭.উদ্ভাবন পরিকল্পনা,২০১৭-১৮ এর আওতায় ইনোভেশন বিষয়ে ৫টি সেবা সহজীকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ৮. জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র ২০১৭-২০৩২ চূড়ান্ত করা হয়েছে।
১৫।	ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন	• অফিস ব্যবস্থাপনায় ই-নথি কার্যক্রম ব্যাপক ভাবে প্রচলন করা হয়েছে। • ২০১৫ সালের ধারণকৃত উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের ভুমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। • উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে ২০০০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়েছে। • CRPARP প্রকল্পের অধীনে সৃজিত সকল বাগান মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে এবং উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে মনিটরিং। জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃজিত বাগান এলাকার পরিমাপ নির্ণয় ও মানচিত্র তৈরিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি। • খুলনায় একটি GIS ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। • a2i প্রকল্পের আওতায় বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট তৈরি এবং নিয়মিত ভাবে হালনাগাদ করণ। • National Forest Inventory এর আওতায় সারাদেশে অবস্থিত ১৮৫৮ টি নমুনা প্লটের মধ্যে ১৭৩২ টি প্লটের ডাটা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাগজের ব্যবহার ছাড়া সংগ্রহ করা হয়েছে। • সমগ্র সুন্দরবন এবং ১৪ টি রক্ষিত এলাকার কার্বন মজুত পরিমাপ করা, • উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে ও মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকাতে আগামী ৭ বছরে বনায়ন যোগ্য এলাকা নিরুপন। • জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সনাক্ত করে ই-প্রোফাইল এবং প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুত এর কাজ চলছে। এছাড়াও সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে করাতকল লাইসেন্স নবায়ন এবং উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বিতরণের চেক অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। • বনভূমির গেজেটসমূহ website এ আপলোডের কাজ চলছে। • ওয়েবভিত্তিক Bangladesh Forest Information

ক্রমিক	অর্জনের বিষয়	অর্জন (২০০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত)
		System(BFIS) এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
১৬।	REDD+ কার্যক্রম গ্রহণ	সুন্দরবন সহ ১৫ টি রক্ষিত এলাকার কার্বন মজুদ নির্ণয় করা হয়েছে। কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে। বন খাত হতে কার্বন নিঃসরণ এবং অপসারণ মাপকাঠি নিরূপন [Forest Reference Emission Level (FREL)/ Forest Reference Level (FRL)] করা হয়েছে, যা ২০১৮ সাল নাগাদ UNFCCC তে দাখিল করা হবে। বন উজার ও অবক্ষয়ের কারণ নির্ণয়পূর্বক তাহা রোধে নীতিমালা ও প্রদক্ষেপ (Policy & Measures) বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে।
১৭।	RED List	১৬১৯টি প্রজাতির বন্যপ্রাণীর RED List হালনাগাদ করা হয়েছে।
১৮।	International Conference	১.বিগত ২০১৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আন্তর্জাতিক 2nd Global Tiger Stock Conference করা হয়েছে। ২.বিগত ২৪/০৫/২০১৮ তারিখ Regional workshop on national forest monitoring & assessment in Bangladesh আয়াজন করা হয়েছে।
১৯।	আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন	১। ইকুয়েটর পুরস্কার (জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত) ২। ওয়াঙ্গারী মাথাই পুরস্কার (এফ এ ও কর্তৃক প্রদত্ত) ৩। আর্থ কেয়ার পুরস্কার (Indian Times) ৪। ইউএনডিপি কর্তৃক স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ প্রকল্প CBACC ৫। HSBC-DAILY STAR Climate Award মধুপুরে সফল বন সংরক্ষণ
২০।	প্রশিক্ষণ	আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ ৩৮২৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ ৭১৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণঃ ২৭৯৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণঃ ২০,০০০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ ১৪৪৩ জন কর্মকর্তা।
২১	মহান মুক্তিযুদ্ধের আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদের স্মরণে ৩০ লক্ষ চারা রোপন	মহান মুক্তিযুদ্ধের আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদের স্মরণে বিভিন্ন বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে সারাদেশে একযোগে ৮২,৯৬৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৩,৫৯,৮৮০ টি চারা রোপন করা হয়।

চিত্র ৩.৩৭ ঃ মহান মুক্তিযুদ্ধের আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদের স্মরণে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী

৩.১৪ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য APA এর প্রধান অর্জনসমূহ

- সারাদেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমান নিরূপণের জন্য বৃক্ষ ও বন জরীপের কাজ সম্পাদন করা
- উপকূলীয় এলাকা জুড়ে স্থাপিত সবুজ বেষ্টনীর সম্প্রসারণ করা।
- বনভূমির ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা।
- সুন্দরবন ও অন্যান্য বনাঞ্চলে SMART Patrolling প্রবর্তনের মাধ্যমে বন অপরাধ দমন করা
- বন অধিপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো এবং নিয়োগ বিধির অনুমোদন করা।

৩.১৫ ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

সারণি ৩.১৩: বন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	বিষয়	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকাল
১	বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাটির ক্ষয়রোধ, পানি সংরক্ষণ, পানি বিশুদ্ধকরণ এবং জলবায়ুর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ	অবক্ষয়িত বন, জবরদখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধারসহ সকল প্রকার বনভূমিতে বৃক্ষাচ্ছদনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতিত অন্যান্য বনভূমিতে ১৪,০০০ হেক্টর ব্লক বাগান এবং ২০,০০০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬ -২০
২	উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি	উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি করার নিমিত্ত ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে উপকূলীয় এলাকায় ৩০,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১,০০০ কিলোমিটার গোলপাতা সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৩	পার্বত্য এলাকায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ	৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে পার্বত্য এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৫০,০০০ হেক্টর বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৪	সংরক্ষিত বন ঘোষণা	আইচি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্থলভাগের ৫ শতাংশ এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার ৭ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৫	বনভূমির ডিজিটাল ডাটাবেজ ও ম্যাপ প্রস্তুতসহ বনভূমির সীমানা নির্ধারণ	বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বনভূমির ডাটাবেজ ও ম্যাপ প্রস্তুতসহ বনভূমির সীমানা নির্ধারণ করার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৬	ঐড়সবংঃবধফ ঋড়ৎবংঃৎু-এর পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় চারা রোপণ	১৬,৫০,০০০টি চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-১৮
৭	ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে বনায়নের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং চারা বিক্রয় ও বিতরণ	৮২,০০,০০০টি চারা বিক্রয় ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-১৮
৮	ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ	১৫,৭৫,০০০টি ভেষজ উদ্ভিদের চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-১৮
৯	সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৩,৫০০ জনকে সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-১৮
১০	রক্ষিত এলাকায় জনগণের মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়ন	জনগণের মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনা মডেল ২৫টি রক্ষিত এলাকায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে	২০১৬-১৮

চিত্র-৩৮: সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ	চিত্র-৩৯: জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বন কার্বন নি:সরণ ও অপসারণ মাপকাঠি বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব

চিত্র-৪০: জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, ঢাকার প্রস্ফুটিত ফুল